

জন্ম সনদ জালিয়াতি বিপাকে ময়মনসিংহ পৌরসভা

Posted on [January ১০, ২০১৪](#) by [aashikchowdhury](#)

বেলাল হোসেন প্রান্ত ||

ময়মনসিংহ পৌরসভার জন্ম নিবন্ধন সনদ 'জালিয়াতির' কেলেঙ্কারির ঘটনায় অপহৃত কিশোরী মিনির সর্বনাশকারী জিহান পার পেতে চাইছে।

চাঞ্চল্যকর মিনি আপহরণ মামলায় পলাতক আসামি জিহান আদালত থেকে জামিন নিতে পৌরসভা থেকে জাল সনদপত্র নিয়েছে। এ ঘটনায় ময়মনসিংহ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইবুনাল তার জামিন মঞ্জুরও করেন। কিন্তু মামলায় বাদী পৌরসভারই প্রদত্ত প্রকৃত জন্ম সনদ আদালতে উপস্থাপন করে আসামির জামিন বাতিলের আবেদন করেন। এরপরই ট্রাইবুনাল পৌরসভার ভালিয়ম তলব করেন। এতে ধরা পড়ে সনদ কোলেঙ্কারির ঘটনা। পৌরসভার ২ কর্মকর্তা এতে জড়িত বলে জানা যায়। ট্রাইবুনাল তাদেরকে ১ জানুয়ারি সরকারী ট্রাইবুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিষয়টি প্রমাণিত হলে পৌরসভার সংশ্লিষ্ট মহল জাল কাগজপত্র প্রদানের দায়ে ফৌজদারী মামলার মুখে পড়বেন।

জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভার অনিয়মও দায়িত্বহীনতার বিষয়টি এতে ধরা পড়েছে। একে সুস্পষ্ট দুর্নীতি বলে অভিহিত করেছেন সচেতন মহল। সূত্র মতে, ময়মনসিংহ পৌরসভার অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যহার, দায়িত্বহীনতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে বিভিন্ন কার্যক্রম। টাকার বিনিময়ে জন্মসনদ বিতরণ করা হচ্ছে।

পৌরসভার মেয়র এর স্বাক্ষর করা ফাঁকা ফরম এর অপব্যবহার চলছে বেপরোয়াভাবে। সংশ্লিষ্টরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানে ন্যূনতম নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে না চলার সুযোগ নিচ্ছেন অনেকে। পৌরসভা এক্ষেত্রে নাগরিক সেবার জন্য সহজশর্ত প্রযোজ্য করলেও সংশ্লিষ্টরা একে ব্যবসা হিসেবে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ দাবি করা হয়। টাকা দিলেই জন্ম সনদ দেয়া হয়। এ ধরনের প্রবণতার কারণেই উদ্ভব ঘটেছে জন্ম সনদে মিনিকান্ডের। ভূয়া জন্ম সনদ দেয়া এবং একই নামে একাধিক জন্ম সনদ প্রদান ও অন্যের নামে জন্ম সনদ ইস্যুর ঘটনা পৌরসভার সাধারণ ঘটনা। এর আড়ালে সৃষ্ট কেলেঙ্কারির ফলে বেকায়দায় পড়েছে পৌরসভা। ভূয়া, ভিত্তিহীন জন্ম সনদ দিয়ে পৌরসভাকে এখন আদালতে দাড়াতে হচ্ছে।

যে ঘটনায় পৌরসভার জন্ম সনদ কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে সেখানে একটি মেয়ের অধিকার বিপন্ন হয়েছে।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালী মডেল থানার ১০৫ নং মামলা (২৯/১২/২০১২ জিআর নং ১৪১১/২০১২) যা নারীও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের ৩৯০/২০১৩ নং মামলা সেখানে ভিকটিম অনিন্দিতা কর্মকার মিনির প্রতিপক্ষ জিহান মন্ডলের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করেছে পৌরসভা। এনিম্নে আইনী মারপ্যাচে জামিনেমুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেছে মামলার আসামী অপহরণকারী ধর্ষক জিহান। উদ্ধার হয়নি অপহৃত।

সূত্র মতে, মোটা অংকের টাকা লেনদেন এর মাধ্যমে পৌরসভা মেয়েটির ভূয়া জন্মসনদ তুলে দিয়েছে আসামির হাতে। চতুর আসামি সনদটিকে ব্যবহার করেছে বিজ্ঞ ট্রাইবুনালের সামনে।

ঘটনার বিবরণ থেকে জানা গেছে প্রায় ১ বছর আগে বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী অনিন্দিতা কর্মকার মিনি বড় বাজার থেকে অপহৃত হয়। অপহৃত অবস্থায় মেয়েটি অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়ে। এজন্য দায়ী অপহরক জিহান মন্ডল। জিহান মন্ডল সম্প্রতি পৌরসভায় মোটা অংকের টাকা দিয়ে মিনির নামে জাল ও ভূয়া জন্ম সনদ নেয়। যাতে মিনিকে প্রাপ্ত বয়স্ক দেখানো হয়। এর মাধ্যমে আসামিরা ধর্ষনের দায় থেকে পার পেতে তৎপরতা চালায় এবং অপহরনের ঘটনাটিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার পায়তারা চালাচ্ছে। এদিকে মিনি ১৮ বছর এর আগেই অন্ত:সত্ত্বা হওয়ায় তার অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। উল্লেখ্য, জিহানই জামিন। নিতে এসে জানায় মেয়েটি সাবালিকা ও ১৪ সপ্তাহের অন্ত:সত্ত্বা। জিহান গত ২২ মে ২০১৩ আদালতে হাজির হয়ে জামিন নেয়। এ জন্য সে মিনির জন্ম সনদ দাখিল করে সেখানে মিনির জন্ম তারিখ ২৫/১২/১৯৯৪। অর্থাৎ এখন মিনির বয়স ১৯। অন্যদিকে এর ২দিনপর ২৭ মে আসামি জামিন বাতিলের আবেদন করেন বাদী। এক্ষেত্রে তিনি পৌরসভার দেয়া জন্মনিবন্ধন সনদ পেশ করেন। যেখানে জন্ম তারিখ ২৫/১২/১৯৯৯। অর্থাৎ বয়স ১৫।

সূত্র জানায় মিনি এই জন্ম সনদ অনুযায়ী গত ২৪-০১-২০০৭ সনে বিদ্যাময়ী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং ২০১১ সনে জেএসসি

পরীক্ষায় অংশ নিয়ে গোল্ডেন এ প্লাস পায়। এরপর ২০১২ সনের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় বড় বাজার মিশু সাহেবের বাসার সামনে থেকে অপহৃত হয়। এব্যাপারে মিনির বাবা আনন্দ কর্মকার বাদী হয়ে কোতোয়ালী থানায় অপহরণ মামলা দায়ের করেন। গত প্রায় ১ বছরেও পুলিশ অপহৃতকে উদ্ধার করতে পারেনি। জানা যায়, আনন্দ কর্মকারের প্রতিবেশী গোবিন্দ গাঙ্গুলি রোডের স্বপন মন্ডলের ছেলে বখাটে জিহান মেয়েটিকে অপহরণ করে আটকে রেখেছে। আসামি পক্ষ জানান তারা প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। সূত্র জানায় মিনি ১৫ বছরের কিশোরী। ফলে বিয়ের বিষয়টি আইন সিদ্ধ নয়।

এদিকে আসামিরা মিনির বয়স বেশি দেখিয়ে পৌরসভা থেকে ভূয়া সনদ নিয়েছে। সূত্র জানায় ভূয়া সনদ প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনাল পৌরসভার নিবন্ধক ডা: মোঃ শহীদুল ইসলাম মেডিকেল অফিসার ও প্রস্তুতকারী স্যানিটারী ইন্সপেক্টর দীপক মজুমদারকে আগামী ১ জানুয়ারি হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে মেয়র ইকরামুল হক টিটু আদালতকে দেয়া প্রত্যয়ন পত্রে স্বীকার করেন ২৫/১২/১৯৯৪ জন্ম তারিখ সম্বলিত সনদটি পৌরসভা থেকে দেয়া হয়েছে যার ভলিয়ম নং-৫৮ যা এখন অনলাইনে রয়েছে। অপর জন্ম সনদটি ৮৩ নং ভলিয়ম থেকে দেয়া।